তারিখ 07 JUL 2015
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

অভয়নগরে প্রা. শিক্ষা কার্যালয়

ভ্যাটের নাম করে শতাধিক প্রা. স্কুল থেকে লাখ লাখ টাকা আদায়

যশোর অফিস

অভয়নগরে শতাধিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত প্রায় ৬০ লাখ টাকার কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ভ্যাট কর্তন, বিল ছাড় করানো ও হিসাব রক্ষণ অফিসে ঘুষ দেওয়ার নামে শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা অফিস কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ক্ষুদ্র মেরামত কাজের জন্য অভয়নগরে ৭৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। এছাড়া স্লিপ ফান্ডের মাধ্যমে ১১১টি স্কুলে ৩৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। দুটি প্রকল্পে ৬০ লাখ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এ টাকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় সাপেক্ষে ভাউচার উপজেলা শিক্ষা অফিসে জমা দিতে বলা হয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে ভ্যাটের টাকা জমা দিয়ে নির্ধারিত ভ্যাটের চালান রশিদসহ স্বস্ব প্রতিষ্ঠান প্রধান জমা দিবেন। সরকারি এ প্রজ্ঞাপনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রত্যেক হেড মাস্টারের নিকট থেকে এক হাজার ৭০০ টাকা থেকে তিন হাজার ৫০০ টাকা ভ্যাট বাবদ জমা কেটে নিয়েছে।

এ ব্যাপারে প্রকল্পের উপ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম জানান, এটি বিধিবহির্ভূত। অতিরিক্ত কোন টাকাই অফিস গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আরও জানান, এ সংক্রান্ত অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অপরদিকে ক্ষুদ্র মেরামত কাজের জন্য ১২টি স্কুলকে এক লাখ করে, ৩৮টি স্কুলকে ৩০ হাজার করে ও ২৬টি স্কুলকে ২০ হাজার করে মোট ২৭ লাখ ৬০ হাজার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ কাজের মেয়াদ ছিল গত ৩০ জুন। এর মধ্যে কাজ শেষ করে বিল ভাউচার জমা দেয়ার কথা। কাজ কাগজে কলমে সম্পন্ন হয়। বাস্তবে কাজের অর্ধেকও অনেক প্রতিষ্ঠান করেনি। এ কাজে বিল ছাড় করাতে হিসাবরক্ষণ অফিসের নামে কয়েকজন শিক্ষক সাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে বরাদ্দের মাত্রা অনুযায়ী ৫০০ টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন। উত্তোলিত টাকা বিল ছাড়ানোর কাজে, নাকি নিজেদের পকেটে গেছে তা স্পষ্ট নয়। অভয়নগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল হক মোল্লা অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিবেন বলে জানিয়েছেন।

কয়েকজন শিক্ষক জানান, সত্যি কথা হলো তাদের কাছ থেকে অফিস নিয়মের বাইরে বিল ছাড়ানোর নামে ৫০০ টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা নিয়েছে। অভয়নগর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলমগীর হোসেনের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যান।